দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 1 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ...৭ কলাম ২

48

দারোগা ফরহাদ হত্যা মামলা

ছাত্রদলের আর্মড ক্যাডার নেতা সগীর গ্রেফতার

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি গ্রুপের আর্মড ক্যাডারের নেতা সগীর আহমদ ওরফে লিটনকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সোয়া ৩টার দিকে ধানমন্ডি আবাসিক এলাকার একটি বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গত ৫ই মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এলাকায় গোলাগুলি এবং দারোগা

ফরহাদকে হত্যার অভিযোগে সগীরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে ওই মামলার প্রধান আসামী। তার বিরুদ্ধে ডাঃ শামসুল আলম মিলন হত্যা ও মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে চাঁদা আদায়সহ ৭টি মামলা রয়েছে।

সগীরকে আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে গোয়েন্দা পুলিশ সগীরের চাচাতো ভাই জসিমউদ্দিন ওরফে মন্টুকে গ্রেফতার করেছে। তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দন্ডবিধির ২১২ ধারায় ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত সগীরকে ৭ দিনের এবং তার চাচাতো ভাই মন্টুকে ১ দিনের রিমান্ডে এনে গোয়েন্দা শাখার অফিসাররা জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। তার আগে গতকাল বৃহস্পতিবার ওই দু'জনকে ঢাকার চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ সগীরকে ১০ দিনের এবং মন্টুকে ৫ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানায়।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে, গোয়েন্দা শাখার অফিসাররা গত বুধবার রাত ১২টার দিকে সংবাদ পান সগীর তার চাচাতো ভাই মন্টুর ধানমন্ডিস্থ ৯/এ রোডের ৪২ নম্বর বাড়ির ৩ তলার বাসায় লুকিয়ে আছে। সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ডেপুটি কমিশনার আবদুল কাইয়ুম সহকারী পুলিশ কমিশনার ফজলুল করিম খানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টীম গঠন করেন। বিশেষ টীমে একজন ইন্সপেক্টর ও ৬ জন দারোগাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। টীমটি ধানমন্ডি থানা পুলিশ ও পুলিশ কন্ট্রোল

সগীর ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪.

সগীর ঃ গ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

রুম থেকে এক প্লাটুন পুলিশ নিয়ে রাত সোয়া ২টার দিকে ধানমন্ডির ওই বাড়ি ঘেরাও করে। এর আগে পুলিশ বাড়ি চিহ্নিত না করতে পেরে পাশের দু'টি বাড়িতে হানা দেয়। পরে পুলিশ দলটি ৯/এ রোডের ৪২ নম্বর বাড়িটি চিহ্নিত করে এবং দারোয়ানের সহযোগিতায় কলাপসিবল গেট খুলে ভেতরে ঢোকে। ধানমন্ডি থানা পুলিশ ও কন্ট্রোল রুমের ১ প্লাটুন পুলিশ বাড়ির চারদিকে মোতায়েন ছিল।

গোয়েন্দা শাখার পুলিশের দলটি বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। তারা ৪ তলা বাড়ির ৩ তলার বাসার দরজায় 'নক' করতে থাকে। প্রায় আধাঘন্টা পরে ভেতর থেকে দরজা খোলা হলে পুলিশ পশ্চিম পাশের সর্বশেষ কক্ষের খাটের নিচে থেকে সগীরকে গ্রেফতার করে। একই সঙ্গে তার চাচাতো ভাই মন্টুকেও গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশের একটি সূত্রে জানা গেছে যে, গত ৫ই মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গোলাগুলি ও দারোগা ফরহাদ হত্যাকান্ডের পর সগীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে আশ্রয় নেয়। গত সোমবার সে হল ত্যাগ করে ধানমন্ডির ওই বাসায় লুকিয়েছিলো।

২ জন ছাত্রলীগ (বা-কা) নেতা

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে যে, গত ৫ই মার্চ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে গোলাগুলি ও দারোগা ফরহাদ হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত শামীম আহমদ এবং এ, এস, এম জামান খান ওরফে মাশীষ ছাত্রলীগ (বা-কা)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। তারা ওইদিনের সংঘর্ষে কাজলের পক্ষে যোগ দিয়েছিলো বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

ওই দু' জনের বাসা আজিমপুর কলোনী এলাকায়।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার ডেপুটি কমিশনার আবদুল কাইয়ুম গতকাল আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ফরহাদ হত্যা মামলা ও গোলাগুলি সংক্রান্ত মামলার আরেকজন অন্যতম আসামী কাজলসহ বাকিদের খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

পুলিশের অন্য একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়না। পুলিশ ওই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আইনও যথাযথভাবে প্রয়োগ করছে না। যে কারণে সন্ত্রাসী ও অপরাধীরা প্রশ্রয় পেয়ে থাকে।

আটকাদেশ দেয়া হচ্ছে

ওই মামলায় ইতিপূর্বে গ্রেফতারকৃত ২০ জন আসামীকে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটকাদেশ দেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র গোয়েন্দা শাখা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে পাঠিয়েছে বলে পুলিশের একটি সূত্রে বলা হয়েছে।